ভোরের কাগজ

তারিখ MAR. 22 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

তিন বছরে কেনা দেড় কোটি টাকার বই গুদামে বস্তাবন্দী

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বিতরণের উদ্যোগ নেয়নি

মানস ঘোষ : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সারা দেশের সরকারি লাইব্রেরিগুলোতে গত ৩ বছর ধরে কোনো বই পাঠাচ্ছে না। লাইব্রেরিগুলোর জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থ ব্যয় করে অধিদপ্তর নিয়মমাফিক বই কিনলেও তা বিতরণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ৩ বছরে কেনা প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বইগুলো দীর্ঘদিন ধরে বস্তাবন্দী করে ফেলে রাখা হয়েছে শাহবাগে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিজস্ব গুদামে।

অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, যতো দ্রুত সম্ভব বইগুলো বিভাগীয় ও জেলা শহরে অবস্থিত লাইব্রেরিগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বই কেনা ও বিতরণে নানা অনিয়ম ও বিলম্বের কথা জানতে পেরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্প্রতি সবগুলো সরকারি লাইব্রেরির জন্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে একসঙ্গে বই কেনার পুরোনো প্রথা বাতিল করে দিয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি জারি করা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের পুস্তক বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগে বই ক্রয় করার জন্য সরকারি লাইব্রেরিগুলোর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর পর্যন্ত গ্রন্থাগার অধিদপ্তর সরকারি লাইব্রেরির জন্য দরপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বই ক্রয় করতো। কেনার পর ঢাকাতেই বইগুলোর শ্রেণীবিন্যাসসহ তালিকাভুক্তির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে ঢাকাসহ দেশের ৬৮টি সরকারি লাইব্রেরিতে পরিবহন ঠিকাদারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রতিবছরই এই প্রক্রিয়ায় বই পাঠাতে দীর্ঘসময় লেগে যায়। এতে দেখা যেতো এক অর্থবছরের বই লাইব্রেরিতে উঠছে অন্য অর্থবছরে। যথাযথ তদারকির অভাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে এটা একটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

এদিকে, বর্তমানে শাহবাগে অধিদপ্তরের গুদামে পড়ে থাকা বইগুলো কেনা হয়েছিল '৯৬-৯৭, '৯৭-৯৮ এবং '৯৮-৯৯ অর্থবছরে। ৩ বছর ধরে স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে রয়েছে— টেক্সট বই, রেফারেন্স বই, সৃজনশীল বই, শিশু সাহিত্য, বিশ্বকোষ, অভিধান, হ্যান্ডবুক, ম্যানুয়াল ইত্যাদি। এর মধ্যে নতুন সংস্করণ বাজারে আসায় বেশকিছু বইয়ের মেয়াদও ফুরিয়ে গেছে। বিশেষ করে অধিক সংখ্যায় কেনা টেক্সট ও রেফারেন্স বইগুলো প্রতিবছর সিলেবাস অনুযায়ী পাল্টে যাওয়ায়, ছাত্রছাত্রীদের কাছে এগুলোর গুরুত্বও অনেকাংশে কমে গেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অনেক বই ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে বলেও একটি সূত্র দাবি করেছে।

বইগুলো বিলম্বে পাঠানোর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এ ব্যাপারে পরিচালক মিজানুর রহমান সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি শুধু বলেছেন, 'কেন্দ্রীয়ভাবে একসঙ্গে বই কিনলে দেরি হতেই পারে। এটি সিস্টেমের সমস্যা।'

এদিকে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের এই অনিয়মের কথা জানাজানি হয়ে গেলে ঢাকায় বই কিনে সারা দেশে পাঠানোর নিয়মটি মন্ত্রণালয় বাতিল করে দেয়। এর পরিবর্তে জেলার লাইব্রেরিগুলোকে এ বছর টাকা বরাদ্দ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাইব্রেরিগুলো জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১১ সদস্যের একটি কমিটির মাধ্যমে বই বাছাই করে নিজ উদ্যোগে ক্রয় করবে। এ ক্ষেত্রে অনিয়ম দূর করার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩ হাজার ২৩৬টি বইয়ের একটি গ্রন্থপঞ্জি (তালিকা) লাইব্রেরিগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিগুলোকে বই বাছাই করতে হবে এই গ্রন্থপঞ্জি থেকে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

তিন বছরে দেড় কোটি

● প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্টরা নতুন এই উদ্যোগে আরো জটিলতা বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, ঢাকার বাইরে কোনো লাইব্রেরিতে ক্যাটালগার পোস্ট নেই। এর ফলে লাইব্রেরিগুলোতে যথাযথভাবে বই ক্যাটালগিং হবে না। প্রসঙ্গত, ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরিতে আট জন ক্যাটালগার সারা দেশের বই ক্যাটালগিং করতেন। ঐ কর্মকর্তা আরো আশঙ্কা করে বলেছেন, মফস্বলে প্রয়োজনীয় বই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। এর ফলে লাইব্রেরিগুলো বইয়ের টাকা দিয়ে বই কিনতে পারবে না।

57